বিনিয়োগ

বিনিয়োগ কি?

লাভের আশায় সঞ্চয়ের টাকা কোথাও ব্যবহার/ লগ্নি করাকেই সাধারণ অর্থে বিনিয়োগ বলা হয়। যেমন - জমি কেনা, ব্যবসায় খাটানো, ব্যাংকে স্থায়ী আমানত (ফিক্সড ডিপোজিট) করা, সঞ্চয়পত্র/বন্ডে বিনিয়োগ করা, স্বর্ণ ক্রয়, শেয়ার ক্রয় ইত্যাদি।

তথ্য নির্ভর সঠিক বিনিয়োগের মাধ্যমে ভবিষ্যতে লাভবান হওয়া যায় এবং অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো যায়। সঞ্চয় বা বিনিয়োগের পরিকল্পনা মূলত আর্থিক পরিকল্পনার অংশ। সুতরাং বিনিয়োগ করার পূর্বে অবশ্যই তার ঝুঁকি নিরূপণ করে বিনিয়োগ করা শ্রেয়। কোনো লোভনীয় প্রস্তাবে বা সঠিকভাবে না জেনে বুঝে হুজুগের মাথায় বিনিয়োগ করা উচিৎ নয়। তাছাড়া, অননুমোদিত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের চটকদার প্রস্তাবে কিংবা বিজ্ঞাপনে প্ররোচিত হয়ে নিজের সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করা মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। সর্বসাধারণের বোঝার স্বার্থে বিনিয়োগের কয়েকটি ক্ষেত্র ও তার ঝুঁকির মাত্রা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

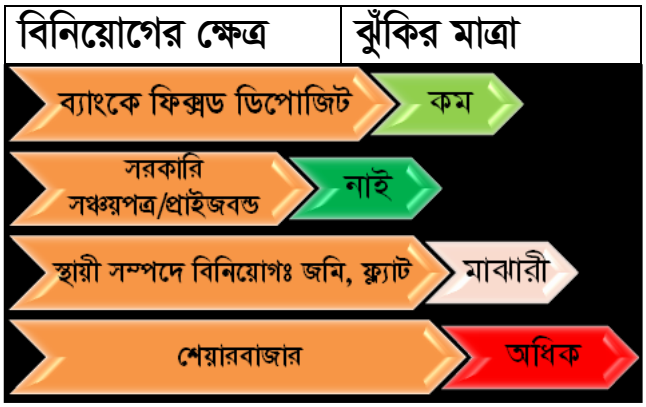

কম ঝুঁকিপূর্ণ বা ঝুঁকিহীন আর্থিক পণ্যে বিনিয়োগের ক্ষেত্র কী কী?

সাধারণত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সঞ্চয়ী স্কিমে বিনিয়োগ করা কম ঝুঁকিপূর্ণ তবে লাভ বা মুনাফার পরিমাণও তুলনামূলক কম। এছাড়া, সরকার অনুমোদিত সঞ্চয়পত্র বা বন্ডে বিনিয়োগ করা সম্পূর্ণ ঝুঁকিমুক্ত এবং লাভের পরিমাণ তুলনামূলক বেশি।

সঞ্চয়পত্র কত প্রকার?

বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়পত্র রয়েছে, যেমন -

- ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র
- পরিবার সঞ্চয়পত্র
- ৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র
- পেনশনার সঞ্চয়পত্র

সঞ্চয়পত্র ক্রয় করতে সাধারণত কী কী ডকুমেন্ট এর প্রয়োজন হয়?

- ✓ ক্রয়কারী ও নমিনি উভয়পক্ষের দুই কপি করে পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি;
- ✓ ক্রয়কারী ও নমিনি উভয়ের জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি;
- ✓ ১ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের সঞ্চয়পত্র ক্রয়কারীর ক্ষেত্রে ই-টিন সার্টিফিকেট এর কপি;
- ✓ যে কোন ব্যাংক এ হিসাব থাকতে হবে ও উক্ত হিসাবের MICR চেকবই এর পাতার ফটোকপি;
- ✓ অন্যান্য।

সঞ্চয়পত্রের মালিকের মৃত্যুতে সঞ্চয়পত্রের অর্থ নগদায়নে নমিনির করণীয় কী?

সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের ফরমে নমিনি সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করতে হয়। কোনো কারণে সঞ্চয়পত্র ক্রয়কারীর মৃত্যু ঘটলে সেক্ষেত্রে নমিনি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে দালিলিক প্রমাণসহ বিষয়টি অবহিত করে উক্ত সঞ্চয়পত্রের অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন।

সঞ্চয়পত্র কোথা থেকে ক্রয় ও নগদায়ন করা যাবে?

- ✓ জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো;
- ✓ বাংলাদেশ ব্যাংক (সদরঘাট ও ময়মনসিংহ অফিস ব্যতীত);
- ✓ সকল তফসিলি ব্যাংক (শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংক ব্যতীত);
- ✓ ডাকঘর।

সঞ্চয়পত্র কী নগদ অর্থে ক্রয় করা যাবে?

অনধিক ১ লক্ষ টাকার সঞ্চয়পত্র নগদ অর্থে কেনা যায়। এর অধিক টাকার সঞ্চয়পত্র বর্তমানে নগদ অর্থে ক্রয় করা যায় না। সঞ্চয়পত্র ক্রয়কারীর ব্যাংক হিসাব থাকতে হবে এবং যে পরিমাণ অর্থের সঞ্চয়পত্র ক্রয় করতে ইচ্ছুক সেই পরিমাণ অর্থমূল্যের ব্যাংক চেকের মাধ্যমে সঞ্চয়পত্র ক্রয় করতে হবে।

সঞ্চয়পত্রের মুনাফা বা মূল অর্থ কিভাবে গ্রহণ করা যাবে?

সঞ্চয়পত্র ইস্যু করা হলে ক্রয়কারীর মোবাইল নম্বরে Confirmation SMS প্রেরণ করা হবে। সঞ্চয়পত্রের মূল/আসল ও মুনাফা (মেয়াদপূর্তিতে) ক্রয়কারীর নিজ ব্যাংক হিসাবে জমা হবে। মুনাফা/মূল অর্থ প্রেরণ সংক্রান্ত Confirma-tion SMS সংশ্লিষ্ট গ্রাহক এর সরবরাহকৃত মোবাইল নম্বরে প্রেরণ করা হয়। এ কাজে গ্রাহকের নিকট হতে কোন প্রকার সার্ভিস চার্জ/ফি আদায় করা হয় না। তবে গ্রাহককে সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের ফরমে মোবাইল নম্বর ও ব্যাংক হিসাব এর তথ্য পূরণ করতে হবে ও MICR চেকের পাতার ফটোকপি ক্রয় ফরমের সাথে জমা দিতে হবে।

ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড কি?

- ❖ ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড হচ্ছে ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী এক প্রকার মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয় বন্ড।
- ❖ ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড বাংলাদেশী টাকায় ইস্যু করা হয়।
- ❖ ২৫,০০০; ৫০,০০০; ১,০০,০০০; ২,০০,০০০; ৫,০০,০০০; ১০,০০,০০০ এবং ৫০,০০,০০০ টাকা মূল্যমানের ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড রয়েছে।
- ❖ বিদ্যমান মুনাফার হার মেয়াদান্তে ১২% যা ৬ মাস অন্তর উত্তোলনযোগ্য। মেয়াদ শেষে নগদায়ন করলে ষান্মাসিক চক্রবৃদ্ধি হারে (Compound Interest) মুনাফা পাওয়া যায়।

ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড কারা ক্রয় করতে পারবেন?

- ❖ প্রবাসী বাংলাদেশী এবং বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বিদেশী নাগরিক নিজ নামে, আবেদনপত্রে তার কর্তৃক উল্লিখিত ব্যক্তির নামে অথবা বাংলাদেশে তার রেমিটেন্সের সুবিধাভোগীর নামে।
- ❖ বিদেশে লিয়েনে কর্মরত বাংলাদেশী সরকারি, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারী।
- ❖ বিদেশে বাংলাদেশী দূতাবাসে কর্মরত বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড এর সুবিধা কি?

- ❖ বিনিয়োগকৃত অর্থ এবং অর্জিত মুনাফা আয়করমুক্ত।
- ❖ মেয়াদপূর্তিতে আসল যতবার খুশি পুনঃবিনিয়োগযোগ্য।
- ❖ মেয়াদপূর্তিতে আসল বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশে প্রত্যাবাসন করা যায়।
- ❖ বন্ডধারক ৫৫ বছর বা তার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মৃত্যুঝুঁকি সুবিধা পাওয়া যায়।

ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড এ বিনিয়োগ সীমা কত?

ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ও ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ডের সমন্বিত বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা ০১ (এক) কোটি টাকা বা তার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা।

ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড কোথায় পাওয়া যাবে?

দেশের সকল তফসিলি ব্যাংকের এডি (অথরাইজড্ ডিলার) শাখা, বাংলাদেশী ব্যাংকসমূহের বৈদেশিক শাখা এবং বিদেশে কার্যরত বাংলাদেশী ব্যাংকসমূহের আওতাধীন এক্সচেঞ্জ কোম্পানিসমূহে।

ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড কি?

❖ ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ২০০২ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী এক প্রকার মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়বন্ড।
❖ ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড মার্কিন ডলারে ইস্যু করা হয়।
❖ এ বন্ড ইউএস ডলার ৫০০, ১০০০, ৫০০০, ১০,০০০ এবং ৫০,০০০ মূল্যমানের স্ক্রিপ্টে ক্রয় করা যায়।
❖ বিদ্যমান মুনাফার হার মেয়াদান্তে ৬.৫% যা ৬ মাস অন্তর উত্তোলনযোগ্য। মুনাফা ইউএস ডলারে প্রদান করা হয় তবে গ্রাহক চাইলে বাংলাদেশী টাকায় তা গ্রহণ করতে পারেন।

কারা ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ক্রয় করতে পারবেন?

প্রবাসী বাংলাদেশী এবং বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বিদেশী নাগরিকগণ যাদের বাংলাদেশস্থ কোন তফসিলি ব্যাংকে ফরেন কারেন্সি (এফসি) একাউন্ট আছে তারা নিজ নামে ক্রয় করতে পারেন।

ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড এর সুবিধা কি?

❖ বিনিয়োগকৃত অর্থ এবং অর্জিত মুনাফা আয়করমুক্ত।
❖ মেয়াদপূর্তিতে আসল যতবার খুশি পুনঃবিনিয়োগ করা যায়।
❖ মেয়াদপূর্তিতে আসল এবং অর্জিত মুনাফা ০৬ (ছয়) মাস অন্তর সমমূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশে প্রত্যাবাসন করা যায়।
❖ বন্ডধারক ৫৫ বছর বা তার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মৃত্যুঝুঁকি সুবিধা পাওয়া যায়।

ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড এ বিনিয়োগ সীমা কত?

ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ও ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ডের সমন্বিত বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা ০১ (এক) কোটি টাকা বা তার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা।

ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড কোথায় পাওয়া যাবে?

দেশে সকল তফসিলি ব্যাংকের এডি শাখা, বাংলাদেশী ব্যাংকসমূহের বৈদেশিক শাখা এবং বিদেশে কার্যরত বাংলাদেশী ব্যাংকসমূহের আওতাধীন এক্সচেঞ্জ কোম্পানিসমূহে।

ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড কি?

❖ ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড ২০০২ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী এক প্রকার মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয় বন্ড।
❖ ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড মার্কিন ডলারে ইস্যু করা হয়।
❖ এ ধরণের বন্ড ইউএস ডলার ৫০০, ১০০০, ৫০০০, ১০,০০০ এবং ৫০,০০০ মূল্যমানের স্ক্রিপ্টে ক্রয় করা যায়।
❖ বিদ্যমান মুনাফার হার মেয়াদান্তে ৭.৫% যা ৬ মাস অন্তর উত্তোলনযোগ্য। আসল ডলারে এবং মুনাফা শুধুমাত্র বাংলাদেশী টাকায় প্রদান করা হয় ।

ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড কারা ক্রয় করতে পারবেন?

❖ প্রবাসী বাংলাদেশী এবং বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বিদেশী নাগরিকগণ যাদের বাংলাদেশস্থ কোন তফসিলি ব্যাংকে ফরেন কারেন্সি (এফসি) একাউন্ট আছে তারা নিজ নামে ক্রয় করতে পারেন।

ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড এর সুবিধা কি?

❖ বিনিয়োগকৃত অর্থ এবং অর্জিত মুনাফা আয়করমুক্ত।
❖ মেয়াদপূর্তিতে আসল যতবার খুশি পুনঃবিনিয়োগ করা যায়।
❖ মেয়াদপূর্তিতে আসল বিদেশে প্রত্যাবাসন করা যায়।
❖ বন্ডধারক ৫৫ বছর বা তার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মৃত্যুঝুঁকি সুবিধা পাওয়া যায়।

ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড এ বিনিয়োগ সীমা কত?

ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ও ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ডের সমন্বিত বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা ০১ (এক) কোটি টাকা বা তার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা।

ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড কোথায় পাওয়া যায়?

দেশে সকল তফসিলি ব্যাংকের এডি শাখা, বাংলাদেশী ব্যাংকসমূহের বৈদেশিক শাখা এবং বিদেশে কার্যরত বাংলাদেশী ব্যাংকসমূহের আওতাধীন এক্সচেঞ্জ কোম্পানিসমূহে।

বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড

বর্তমানে ১০০/- টাকা মূল্যমান বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড চালু রয়েছে। যে কোনো বাংলাদেশী নাগরিক বাংলাদেশ ব্যাংক, তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং পোস্ট অফিস/ডাকঘর থেকে প্রাইজবন্ড ক্রয় করতে পারবেন।

প্রাইজবন্ড বৎসরে ৪ বার অর্থাৎ প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি সিরিজে ১০ লাখ বন্ড থাকে। ১ম পুরষ্কার থেকে ৫ম পুরষ্কার পর্যন্ত অর্থের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	পুরষ্কারের নাম	প্রতিটি মূল্য (টাকায়)	পুরষ্কারের সংখ্যা	মোট মূল্য (টাকায়)
১	১ম পুরষ্কার	৬,০০,০০০.০০	১টি	৬,০০,০০০.০০
২	২য় পুরষ্কার	৩,২৫,০০০.০০	১টি	৩,২৫,০০০.০০
৩	৩য় পুরষ্কার	১,০০,০০০.০০	২টি	২,০০,০০০.০০
৪	৪র্থ পুরষ্কার	৫০,০০০.০০	২টি	১,০০,০০০.০০
৫	৫ম পুরষ্কার	১০,০০০.০০	৪০টি	৪,০০,০০০.০০
সর্বমোট = ৪৬টি			**টাকা = ১৬,২৫,০০০.০০**	

বাংলাদেশ সরকার ট্রেজারি বিল

ক) বৈশিষ্ট্য কি?

- স্বল্পমেয়াদি (অনধিক ১ বছর) সরকারি সিকিউরিটিজ।
- ৯১ দিন, ১৮২ দিন ও ৩৬৪ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিল রয়েছে।
- ট্রেজারি বিলের সুদের হার নিলামের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।
- ট্রেজারি বিল সেকেন্ডারি মার্কেটে ক্রয় বিক্রয়যোগ্য।
- অকশনে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা বা এর যেকোন গুণিতক অংকের অভিহিত মূল্যে (face value) বিড দাখিল করা যায়।

খ) কারা ক্রয় করতে পারবেন?

বাংলাদেশি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যেমন-ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিমা কোম্পানি, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান এবং ভবিষ্য তহবিল, পেনশন তহবিল ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণকারী কর্তৃপক্ষ।

ক্রয়ের পদ্ধতি কি?

- প্রাইমারি মার্কেটঃ প্রতি সপ্তাহে অনুষ্ঠিত নিলাম হতে প্রাইমারি ডিলারদের (নমিনেটেড ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান) মাধ্যমে ক্রয় করা যায়।
- সেকেন্ডারি মার্কেটঃ যে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে যেকোন সময় ক্রয় করা যায়।

বাংলাদেশ সরকার ট্রেজারি বন্ড

ক) বৈশিষ্ট্য কি?

- দীর্ঘমেয়াদি (১ বছরের অধিক) সরকারি সিকিউরিটিজ।
- ২, ৫, ১০, ১৫ এবং ২০ বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ড রয়েছে।
- প্রতি ছয় মাস পর পর নির্ধারিত হারে মুনাফা এবং মেয়াদ শেষে মূল টাকা ফেরত পাওয়া যায়।
- ০৩ বছর মেয়াদি ফ্লোটিং রেট ট্রেজারি বন্ড রয়েছে। প্রতি তিন মাস পর পর ফ্লোটিং রেটে মুনাফা প্রদান করা হয়।
- ট্রেজারি বন্ডের সুদের হার নিলামের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।
- ট্রেজারি বন্ড সেকেন্ডারি মার্কেটে ক্রয় বিক্রয়যোগ্য।
- অকশনে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা বা এর যেকোন গুণিতক অংকের অভিহিত মূল্যে (face value) বিড দাখিল করা যায়।
- কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ হিসেবে আয়কর রিটার্নে প্রদর্শনের সুযোগ রয়েছে।

খ) কারা ক্রয় করতে পারবেন?

দেশি যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যেমন-ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিমা কোম্পানি, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান এবং ভবিষ্য তহবিল, পেনশন তহবিল ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণকারী কর্তৃপক্ষ।

এছাড়া অনিবাসী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদের নামে পরিচালিত বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবের স্থিতি হতে ট্রেজারি বন্ড ক্রয় করতে পারবে। আসল এবং মুনাফা বিদেশে প্রত্যাবাসনযোগ্য।

গ) ক্রয়ের পদ্ধতি কি?

- প্রাইমারি মার্কেটঃ প্রতি সপ্তাহে অনুষ্ঠিত নিলাম হতে প্রাইমারি ডিলারদের মাধ্যমে ক্রয় করা যায়।
- সেকেন্ডারি মার্কেটঃ যে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে যেকোন সময় ক্রয় করা যায়।

বাংলাদেশ সরকার বিনিয়োগ সুকুক

ক) বৈশিষ্ট্য কি?

- শরীয়াহ্ ভিত্তিক ইসলামী বন্ড।
- প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে সুকুকের চুক্তির প্রকৃতি (mode of investment) ও মেয়াদ নির্ধারিত হয়।
- প্রতি ছয় মাস পর পর মুনাফা এবং মেয়াদ শেষে মূল টাকা ফেরত পাওয়া যায়।
- সুকুক অকশনে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা বা এর যেকোন গুণিতক অংকের অভিহিত মূল্যে (face value) বিড দাখিল করা যায়।
- কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ হিসেবে আয়কর রিটার্নে প্রদর্শনের সুযোগ রয়েছে।

খ) কারা ক্রয় করতে পারবেন?

নিবাসী অথবা অনিবাসী যেকোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান সুকুক ক্রয় করতে পারবে। তবে প্রসপেক্টাসে উল্লিখিত শর্তাবলী অনুসারে লাভ অথবা ক্ষতি (যদি থাকে) গ্রহণে সম্মত থাকতে হবে। আসল এবং মুনাফা বিদেশে প্রত্যাবাসনযোগ্য।

গ) ক্রয়ের পদ্ধতি কি?

- নির্ধারিত তারিখে অনুষ্ঠিত নিলাম হতে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রয় করা যায়।
- সুকুক সেকেন্ডারি মার্কেটে ক্রয় বিক্রয়যোগ্য।